কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 19 AUG 2015

পৃষ্ঠা ... ১৪ ... কলাম ... ১ ...

আবার ছাত্রলীগ-যুবলীগ

সংগঠনে শুদ্ধি অভিযান প্রয়োজন

ছাত্ররাজনীতির সোনালি দিন অতীত হয়েছে অনেক আগেই। রাজনৈতিক দলের ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলো এখন আর আগের মতো সমাজে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারছে না। বরং ছাত্র ও যুব সংগঠনের কথা উঠলেই মানুষের মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দখলবাজি থেকে শুরু করে নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়ছে, এমনকি খুনোখুনির মতো ঘটনার সঙ্গেও ছাত্র ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা জড়িত। কিছুদিন আগে মায়ের গর্ভে এক শিশু গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় সারা দেশেই আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। অন্যদিকে রাজধানীর হাজারীবাগে ছাত্রলীগের স্থানীয় নেতার পিটুনিতে এক কিশোরের মৃত্যু সরকারি দলের ছাত্রসংগঠনটিকে নতুন করে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে; যদিও মাগুরা ও হাজারীবাগ ঘটনার দুই হোতা পরবর্তী সময়ে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছেন। রাজধানীর হাজারীবাগে স্থানীয় ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ল্যাপটপ ও মোবাইল ফোন চুরির অভিযোগে রাজা নামের এক কিশোরকে বাসা থেকে ধরে এনে পিটিয়ে জখম করে। কয়েক ঘণ্টার নির্যাতনে রাজা অচেতন হয়ে পড়লে তাকে তার বাসায় ফেলে রেখে আসা হয়। স্বজনরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ছাত্ররাজনীতির যে ধারা বর্তমানে লক্ষ করা যাচ্ছে, তাতে দেখা যায়, রাজনীতিতে আদর্শ একেবারেই উপেক্ষিত। কোনো দল ক্ষমতায় এলে সেই দলে সুযোগসন্ধানী একটি গোষ্ঠী আশ্রয় নেয়। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলও অনেক সময় ভিন্ন মত ও আদর্শের কর্মীদের নিজেদের দলে জায়গা করে দেয়। এভাবে দলে অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে। সবাই যে রাজনৈতিক আদর্শে প্রাণিত হয়ে দলভুক্ত হয় তা নয়, স্বার্থান্বেষী রাজনীতির সুবিধাভোগীরাও ক্ষমতাসীন দলে ভিড়ে যায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। এভাবে আদর্শিক রাজনীতিতে ক্ষতিকর দূষণ বাড়তে থাকে। আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনগুলোতেও এ ধরনের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ফলে আজকের ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ড দেখে অনেকের মনে হতে পারে যে এটা কোনো ছাত্রসংগঠন নয়, একটি সন্ত্রাসী বাহিনী। ছাত্রলীগ যেন এখন সমাজে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ আতঙ্কের শুরু গত মেয়াদে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই। অথচ ছাত্রলীগের একটি গৌরবোজ্জ্বল অতীত রয়েছে।

হাজারীবাগে কিশোর হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত ছাত্রলীগ নেতা বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছেন। একই পরিণতি হয়েছে মাগুরার যুবলীগ নেতারও। কিন্তু এটা কোনো সমাধান হতে পারে না। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে শুদ্ধি অভিযান চালাতে হবে। ছাত্রলীগ-যুবলীগের তৃণমূল পর্যায় থেকে শুদ্ধি অভিযান শুরু করতে হবে। নতুন করে গড়ে তুলতে হবে সব সংগঠন। সুস্থ রাজনীতির ধারা নিশ্চিত করতে দলগুলোকে পরিশুদ্ধ করে তুলতে হবে।